মৎস্যগন্ধা

শেলীমামী বললেন, "নাম-ধামগুলো সত্যি না হলেও ঘটনাটা মোটামুটি সত্যি। আমারই জীবনে ঘটেছে, প্রায় বছর আষ্টেক আগে। তোমাদের মামাবাবু তখন রায়গড়ের এক ফ্যাক্টরিতে চীফ ইঞ্জীনীয়ার। ফ্যাক্টরির গাড়িতে চড়ে ভোরবেলা এক কাপ কফি খেয়ে বেরিয়ে যান, ফেরেন সারাদিন কাবার করে সেই সন্ধ্যার মুখে। কোন কোনদিন রাত বিরেতেও ডাক পরে - কোথায় কোন মেশিন হুট করে বিগড়ে বসে আছে কিংবা হঠাৎ খবর এসেছে খোদ মালিক নাকি পরদিন ফ্যাক্টরি পরিদর্শনে আসছেন, পান থেকে চুন খসলে রক্ষা নাহি র'বে। তখন সেই রাত্রেই আবার হন্তদন্ত হয়ে রওনা হতে হয়, সেই সারাদিনের ধূলো-ঘাম মাখা ধরাচুড়ো পরেই।

"আমাদের, মহিলাদের, দিন আর কাটে না। বিশেষতঃ যাদের বাচ্চা-কাচ্চারা বড় হয়ে গেছে, দূরে শহরে হস্টেলে থেকে পড়াশুনো করছে। লেডিজ্ ক্লাবে সপ্তাহান্তে দিনভোর 'তম্বোলা' খেলা আর গুলতানি, সপ্তাহের বাকি দিনগুলো এর- ওর-তার হাঁড়ির খবর তার-এর-ওর কাছে পরিবেশন করে তাই নিয়ে রসালো আলোচনা এবং শেষমেষ তুমূল ঝগড়াঝাঁটি। বছর খানেক এই ভাবে কাটানোর পর তোমাদের মামাবাবুর কাছে কেঁদে পড়লাম। এভাবে আর কিছুদিন চললে দম ফেটে মরে যাবো যে! উনি পরামর্শ দিলেন বর্ধমানে শাশুড়ির কাছে গিয়ে থাকতে। কিন্তু সে তো আর সত্যিই সম্ভব নয়। মহিলামহলের ভয়ে স্বামী ত্যাগ করেছি একথা শুনলে ছিঃ ছিঃ করে তক্ষুণি ফিরতি ট্রেনে বসিয়ে দেবেন। পিত্রালয়ে গেলেও তাই। অন্যত্র, আরও দূরের আত্মীয়স্বজনদের কাছে গেলে ধিক্কার আরও উচ্চগ্রামে উঠবে, কিন্তু আশ্রয় মিলবে না।

"অনেক ভেবে চিন্তে, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত ঠুকে

দিলাম এবং দিন কুড়ির মধ্যে আশ্রয় জুটে গেল। রতলাম শহর থেকে মাইল কুড়ি দূরে একটি মিডল স্কুলে ইংরিজি পড়ানোর কাজ। থাকা ফ্রি, মাইনেও মোটামুটি ভাল। আমার দুই ছেলে বোর্ডিং'এ থাকে। তাদের খরচ চালিয়ে বেশ টানাটানি চলছিল ইদানীং। এ বরং আমি মাসান্তে হাজার টাকার মত সাহায্য করতে পারবো। ছুটিছাটায় রায়গড়ে চলে আসবো। ছেলেরাও বাড়ি আসবে তখন। তোমাদের মামাবাবু অ্যানুয়াল্ লিভে আমার কাছে ঘুরে যাবেন। এই সব স্তোকবাক্যে মন বেঁধে চাকরিতে বহাল হয়ে গেলাম।

"বাড়ি থেকে দেড় দিনের পথ, যদিও দূরত্ব অতটা নয়। ছোট জায়গা, ট্রেন-বাস সুবিধা মত কিছুই পাওয়া যায় না। একখানা প্যাসেঞ্জার ট্রেন ধুঁকতে ধুঁকতে বুড়ি ছুঁয়ে যায়, তবে সময়ের এত অনিয়ম যে গতকালের ট্রেন যদি আজ এসে পৌঁছয় তাতেই যাত্রীরা কৃতার্থ হয়ে যায়। তাছাড়া, রেলগাড়ির কামরায় গিয়ে বসলেই যে যাত্রা শুরু হ'ল এমন কোন কথা নেই। প্ল্যাটফর্মে ঢোকার কিংবা প্ল্যাটফর্ম ত্যাগের খানিক আগে কিংবা পরে হঠাৎ বিপুল ঝাঁকানি দিয়ে হয়তো থেমে যাবে বিশাল সরীসৃপের মত ট্রেনখানা, 'পাদমেকম্ ন গচ্ছামি' পণ করে সেখানেই মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে ঝাড়া কয়েক ঘন্টা - এসব রোজ দিনের ব্যাপার। ও অঞ্চলে গায়েও মাখে না কেউ ----।

"ছোট্ট একটি সিমেন্ট ফ্যাক্টরি ঘিরে এক ক্ষুদ্র শহরতলি আর তার মধ্যমনি এই স্কুল। ছাত্র সংখ্যা খুব কম, টিচারের সংখ্যা প্রায় নগণ্য। এই পাণ্ডব-বর্জিত এলাকায় কেউ নাকি আসতে চায় না। এলেও টেঁকে না বেশী দিন। পথের কষ্ট স্মরণ করে দ্বিধা-শঙ্কায় কেটে যায় কিছুদিন, তারপর মনস্থির করে বিছানাপত্তর বাক্সপ্যাঁটরা নিয়ে কেটে পরে। এই করে নাকি অলরেডি আধ ডজন ইংলিশ টিচার এসে ঘুরে গেছে গত এক বছরে। আমি সাত নম্বর। হেড মিস্ট্রেস আমাকে খাতির যত্নে বিহ্বল করে তুললেন। যেন কোথায় বসাবেন, মস্তকে না দু'নয়নে, ভেবে পান না। নিজের বাড়ি থেকে চা জলখাবার আনিয়ে খাওয়ালেন। তারপর অফিসে তালা মেরে পিওনের ঘাড়ে আমার স্যুটকেস বিছানা চাপিয়ে আমায় নিয়ে চললেন আমার আবাসস্থানে।

"সেই প্রথম দেখলাম তাকে। বয়স বাইশ থেকে বত্রিশ, ডিগডিগে

লম্বা, গায়ের রং বেশ ময়লা। দু'চোখে পুরু করে কাজল টানা। ওকে দেখে পাঠান কেশর খাঁর উক্তি মনে পড়লো, 'রাজপুতানির দেহে কোথাও কিছু নাই কি কোমলতা! বড় কঠিন শুষ্ক স্বাধীন যত মঞ্জরিহীন মরুভূমির লতা।' তবে কমনীয়তার অভাব হলেও মেয়েটি দেখতে মোটামুটি মন্দ নয়। লম্বা গড়ন। মোটা বিনুনি হাঁটু ছাড়িয়ে গেছে। সাদা ঝকঝকে দু'পাটি দাঁত মেলে নিঃশব্দে হাসলো।

হেড মিস্ট্রেস মিসেস সায়াল বললেন, 'এ হল মন্দাকিনি, আমাদের ক্রাফ্ট্ টিচার। গতকাল জয়েন করেছেন। আপনার হাউসমেট্।'

মনটা খিঁচড়ে গেল। দু'কামরার ফ্ল্যাট হলেও দু'জন অনাত্মীয় মহিলার পক্ষে ভাগজোগ করে থাকার মত নয়। কিন্তু এখন আর চারা নেই। 'ভাবিতেউচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।' রায়গড়ের বাংলোবাড়ির কথা মনে করে মনটা হু-হু করে উঠলো, আবার পরক্ষণে রায়বাঘিনীদের মুখগুলো মনশ্চক্ষে ভেসে উঠতেই সর্বদেহ কন্টকিত হ'ল। তোমাদের মামাবাবু আমায় কথা দিয়েছিলেন রায়গড়ের বণ্ডটা শেষ হলেই অন্যত্র চাকরি নেবেন। মাত্র এক বছরের ব্যাপার ----।

"আমাকে মন্দাকিনির হাতে সমর্পণ করে মিসেস সায়াল বিদায় নিলেন। বলে গেলেন ঘরদোর জিনিসপত্তর গোছ-গাছ করে নিয়ে একবার যেন স্কুলে যাই। সকালের শিফ্টে সাইন করে এসেছি, বিকেলে আরেক দফা সাইন চাই। তা না হ'লে শুধু শুধু আধ দিনের 'লিভ্' কাটা যাবে।

"মন্দাকিনিই আমার এই গল্পের নায়িকা মৎস্যগন্ধা। ওর কোনও ছবি আমার কাছে নেই। নইলে ওর ছবি দেখে এ নামের তাৎপর্য তোমরা খানিকটা বুঝতে। ওকে ঘিরে কেমন একটা আমিষ-আমিষ আবহাওয়া। সে যে ঠিক কি তা বোঝাতে পারবো না। বর্ণনা না করা গেলেও সেই দৃশ্য-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের মৎসল অনুভূতি যে আমার কল্পনামাত্র নয়, একটা নিরেট বাস্তবতা, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। শুধু আমিই নই, স্টাফরুমে আর যে তিনজন টিচার ছিল তারাও আড়ালে তাকে ডাকতো 'মেছুনি' বলে। সে শুধু তার বাক-পটুতার জন্যই নয়।

"স্কুলের কাজ অল্পই। সকাল ন'টা থেকে বেলা বারোটা স্কুলে কাটিয়ে এক ঘন্টার বিরতি। বাড়ি এসে রেঁধে বেড়ে খেয়ে আবার একটা

থেকে আড়াইটে অবধি স্কুল। হেডমিস্ট্রেস্ বিচারশীল মহিলা। মানুষের সুখ-দুঃখ, সুবিধা-অসুবিধাগুলো বোঝেন। খুব একটা কড়াকড়ি নেই কোন ব্যাপারে। স্কুলের ঘড়ি তার নিজস্ব গতিতে চলে, সকালে সব টিচাররা এসে পৌঁছলে পর তবেই ন'টার ঘন্টা বাজে। বিকেলেও তাই - পাড়ায় জন্মদিন অথবা বিবাহ বার্ষিকী ধরণের কোনও সামাজিক ব্যাপার কিংবা টি.ভি.'তে জনপ্রিয় কোনও প্রোগ্রাম থাকলে সকাল সকাল ছুটি হয়ে যায় সেদিন। মোটকথা টিচার যে ক'জন পথ ভুলে এসে পড়েছেন তাঁরা যেন কিছুদিন অন্তত টিঁকে থাকেন সে বিষয়ে চেষ্টার ত্রুটি নেই তাঁর।

"স্কুলের কাজ সেরে বাড়িতে এসে আর বিশেষ কোন কাজ ছিল না। দু'জনের রান্না বাড়া, বাড়ি ঘর ঝাড় পোঁছ করেও অনেকটা সময় থাকতো। মন্দাকিনি অনর্গল কথা বলে যেতো। ওর নিজের জীবন কথা। দক্ষিণী ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম ওর। বাবা তেজারতি কারবারে টাকা করেছে প্রচুর। মন্দাকিনি তার একমাত্র সন্তান।

"পুত্রলোভে মন্দাকিনির বাবা নাকি পরপর ওর মায়ের সবক'টি বোনকে বিয়ে করেছিল। কিন্তু ভদ্রলোকের মনবাসনা পূর্ণ হয়নি। মন্দাকিনির মা তো তবু একটি কন্যাসন্তান প্রসব করেছিল, তার তিন মাসির গর্ভে একগাছা দূর্বাঘাসও জন্মালো না। দাদামশাই ডাকসাইটে বড়লোক। তাঁরও কোন ছেলে ছিল না। সব ধনসম্পত্তি চার মেয়ের দরুন জামাই মন্দাকিনির বাবাকেই লিখে দিয়ে গেছেন। সেইসব টাকা-কড়ি সোনাদানা বাড়িঘর সবকিছু এই মন্দাকিনিরই প্রাপ্য ছিল, বাপের বিপুল তেজারতি কারবার সমেত। কিন্তু ভাগ্যলিপি খণ্ডন করবে কে? রক্ষণশীল বনেদী ব্রাহ্মণ কন্যা প্রেম করে বসলো বিধর্মী এক শ্রমজীবির সাথে। চুপিসারে বিয়ে সেরে রাতারাতি শুধু গৃহ নয়, সেই এলাকা ছেড়ে চলে এলো এই ছোট্ট শহরতলিতে। কাগজে ক্রাফ্ট্ টিচারের বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল। সেলাই, উলবোনার কাজ অল্পস্বল্প জানা আছে। মিসেস সায়াল বলেছেন কাগজের ফুলটুলগুলো বই দেখে পরে শিখে নিলেও চলবে।

'তোমার স্বামী?'

শুনলাম মন্দাকিনির স্বামী ক্রিষ্টোফার নাকি গরীব হ'লেও আত্মসম্মান সম্বন্ধে ভারি সচেতন। স্ত্রীর অন্নে জীবনধারণে তার প্রবল অরুচি। মাদ্রাজে সেই সাবেকি চিনি কলেই বহাল রয়েছে এখনও।

"কয়েক মাস কেটে গেল। স্কুলের কাজ ছাড়া মন্দাকিনির দেখাশোনার কাজেও খানিকটা সময় যেতো। বড়লোকের মেয়ে, কোনদিন কুটোটিও ভাঙেনি এর আগে। কাজেই বাড়ির কাজকর্ম সব আমাকেই করতে হত। এছাড়া নতুন পোয়াতির সাধ-আহ্লাদ-বায়নাক্কা তো আছেই। একদিন এরই মধ্যে মন্দাকিনির 'সাধভক্ষণ' হ'ল স্কুলের স্টাফরুমে। টিচাররা ভাগজোগ করে যে যার বাড়ি থেকে রেঁধেবেড়ে আনলো। হেডমিস্ট্রেস্ মিসেস সায়াল শ্রীখণ্ড বানিয়ে এনেছিলেন। সবাই মিলে টাকা তুলে মন্দাকিনির জন্য একটা ভাল শাড়ি আনিয়েছিলাম রতলামের বাজার থেকে।

"সেদিন বাড়ি এসে মন্দাকিনি ভারি চুপচাপ ছিল, মুখে কথাটি নেই। জিজ্ঞেস করলে জবাব দেয় না। হঠাৎ মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

'একি, কাঁদছো কেন? কি হয়েছে?'

মন্দাকিনি আমার হাত ছাড়িয়ে বিছানার উপর উপুড় হয়ে পড়ে আথালি পাথালি কেঁদে ভাসাচ্ছে। ওর অন্তরের ব্যথা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। আজীবন ঐশ্বর্য ও আদর যত্নে কাটিয়ে শেষে এই অবস্থায় পৌঁছতে হল। আহা, আজকের এই শুভদিনে ওর পৈত্রিক বাড়ি আনন্দ উৎসবে, অতিথির কোলাহলে ভরে থাকার কথা। জরীদার রেশমী বসনে, হীরে মুক্তোর জড়োয়া ভূষণে ঘিরে থাকতো দেহ তার। শুধু প্রেমের মূল্য দিতে আজ এই সর্বহারা কাঙালিনী রূপ।

'তোমার স্বামী চিঠিপত্র দেয় না কেন?' একদিন শুধিয়েছিলাম ওকে।

মন্দাকিনি অধোবদনে মৃদুকন্ঠে জবাব দিলো, 'ক্রিস্টোফার তো লেখাপড়া জানে না। পরে ওকে আমি শিখিয়ে নেবো।'

"শুনলাম মন্দাকিনির বাবা নাকি শপথ করেছেন জামাতার রক্তপান না করে ক্ষান্ত হবেন না। ওদিকে ক্রিস্টোফারের মা কোমর বেঁধে লেগেছে ছেলেকে নিজের পছন্দ করা কনের সঙ্গে আবার বিয়ে দেবে বলে। ক্রমে ক্রমে ব্যাপার চরমে উঠলো। মন্দাকিনির গর্ভ তখন ছ'মাসের মাথায়। টিচাররা চাঁদা করে ওর ওষুধ পথ্য, জামাকাপড়, খাবার-দাবার কেনাকাটা করে মন্দাকিনির অবস্থা বেশ কিছুটা ফিরিয়ে এনেছে। ডিগডিগে ভাবটা

আর নেই, বরং সামান্য একটু স্থূলবদনাই বলা চলে তাকে এখন। ওর মাইনের টাকাটায় হাত দেয় না মন্দাকিনি। পেটে যেটা রয়েছে তার একটা ব্যবস্থা করে যেতে হবে। বাচ্চার জনক চিনি কলের দিনমজুর, কবে কখন শ্বশুরের ভাড়াটে গুণ্ডারা তাকে জবাই করে বসবে কে জানে ! কিংবা, মায়ের উপরোধে হয়তো তাকে সেই গাঁয়ের মেয়েটাকেই বিয়ে করতে হবে নেহাতই নিরুপায় হয়ে। উভয় ক্ষেত্রেই মন্দাকিনির পরবর্তী কার্যসূচি সুনিশ্চিত। বাচ্চাটাকে খালাস করেই ঝুলে পড়বে সে। কড়িকাঠে দড়ি বেঁধে বাড়িতে কিংবা হাসপাতালে, তখন যেখানে যে অবস্থায় থাকে। ভারি মায়া লাগতো। অথচ কিই বা করার ছিল? ও যে নিজেই নিজের পায়ে কুড়ুল মেরে রেখেছে। রোমিও জুলিয়েট, লায়লা মজনু, হীর রানঝা - এসব গল্পকথা শুনতেই ভাল লাগে, বাস্তব জীবনে এদের কোনও ভবিষ্যৎ নেই। এধরনের সর্বগ্রাসী প্রেমের চুড়ান্ত পরিণতি শুধু মৃত্যুই ----।

"সেদিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর মন্দাকিনি ফ্যাকাসে মুখে বললো, ওর শরীর ভাল নেই, ও আর এবেলা স্কুলে যাবে না। ঠিক আছে মিসেস সায়ালকে বলে দেবোখ'ন বলে আমি চলে গেলাম। মন্দাকিনি দোর বন্ধ করে দিলো। পুজোর ছুটির আর মাত্র তিন দিন বাকি। আমরা সবাই বাড়ি যাবার আনন্দে মশগুল। ফ্যাক্টরি ম্যানেজমেন্টের তরফ থেকে টিচারদের পুজো বোনাস দিচ্ছে। বেশ মোটা টাকা। এই দূর বিদেশে, ভিন গাঁয়ে পড়ে থাকার পুরস্কার। স্কুল কতৃপক্ষের সকৃতজ্ঞ স্বীকৃতি। মাস মাইনেও সেদিনই পাবার কথা। মন্দাকিনি বলেছিল ওর টাকাটা ও পরদিন নেবে। ওর থমথমে মুখের দিকে চেয়ে আর বেশী প্রশ্ন করতে ভরসা পাইনি। কি জানি ক্রিস্টোফার হয়তো শেষ পর্যন্ত সত্যিই খুন হয়ে গেছে, কিংবা মন্দাকিনির গলায় সতীনই গেঁথে দিয়েছে মা'র পীড়াপীড়িতে পড়ে - কিছুই বলা যায় না। তবে আশ্বাসের মধ্যে মন্দাকিনির সন্তান ভূমিষ্ঠ হতে এখনও কিছু দেরী আছে, এর মধ্যে সহসা কোনও অঘটন ঘটিয়ে বসবে না আশা করি। হাজার হলেও মায়ের প্রাণ তো, এখনও পুরোপুরি মা না হলেও।

"এইসব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে স্কুল বাড়ি পৌঁছে দেখি তাজ্জব ব্যাপার। মিসেস সায়াল হাউমাউ করে চেঁচাচ্ছে আর স্কুলের বাকি কর্মীরা ওর সঙ্গে 'হায় হায়, এ কি হল' বলে মাথা চাপড়াচ্ছে। এখানে এসে অবধি মন্দাকিনির পারিবারিক সমস্যাগুলো নিয়ে এমন অভিভূত হয়ে

আছি যে আরও অন্যদেরও এ ধরনের কোনও সমস্যা আছে কিনা সে সব খোঁজ খবর নেবার সময় বা সুযোগ পাইনি। কাজেই ব্যাপার দেখে খুবই ঘাবড়ে গেলাম।

মিসেস সায়ালের পিঠে হাত রেখে বললাম, 'কাঁদবেন না প্লীজ, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

"ইতিমধ্যে দেখি স্কুলের পিওন দেওনাথের সঙ্গে হন্তদন্ত হয়ে ফ্যাক্টরির হর্তাকর্তা গোছের ক'জন এসে হাজির। কিছুক্ষণের মধ্যে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেল। মিসেস সায়ালের পারিবারিক সমস্যা নয়, আমাদের সকলের যৌথ বিপদ। দুপুরবেলা সবাই যখন নিজের নিজের বাড়িতে পানভোজনে রত ছিলাম, তখন কে বা কাহারা অফিস ঘরের আলমারি থেকে আমাদের মাইনে এবং বোনাসের সব টাকাকড়ি লোপাট করে দিয়েছে। সিকিউরিটির লোকেরা সারা স্কুলবাড়ি খানাতল্লাশি করে শেষে পুলিসে খবর পাঠাতে এবং সেখান থেকে পুলিসের লোকজন এসে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। তারপর আরেক দফা খানাতল্লাশি, জনে জনে জিজ্ঞাসাবাদ। রাত ন'টা নাগাদ সবাই ম্লান মুখে বাড়িমুখো হলাম। খিদেয় নাড়ি চোঁ-চোঁ করছে। অতগুলো টাকার শোকে চিত্ত মুহ্যমান।

"দরজার কাছে এসে কড়া নাড়লাম। কোনও সাড়া শব্দ নেই। ঘর ঘুটঘুটে অন্ধকার। করছেটা কি মন্দাকিনি? আরও জোরে কড়া নাড়লাম, দুমদাম করে দরজায় কিল-ঘুঁষি-লাথি লাগালাম। দরজা খুললো না। বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। মেয়েটা নির্ঘাত আত্মঘাতিনী হয়েছে, এখন কি করি! হে ঠাকুর, এ কি বিপদ হ'ল। সবাই আমাকেই দোষারোপ করবে এখন। দুপুরে ওর মুখ দেখেই বোঝাউচিত ছিল যে এরকম কিছু সংকল্প দানা বেঁধেছে ওর মনে। অমন পয়সা-প্রাণ মেয়ে, হাজার দরকার হলেও যার হাত দিয়ে পাই পয়সা গলে না, স্টাফরুমে এর-ওর-তার কাছে চেয়ে-চিন্তে, বারোয়ারী দাক্ষিণ্যে দিন চালিয়ে এসেছে এ যাবৎ, কড়কড়ে অতগুলো টাকা - মাইনে ও বোনাস মিলিয়ে প্রায় তিন হাজারের কাছাকাছি - সেই টাকার লোভেও স্কুলে গেল না যখন তখনই আমার বোঝাউচিত ছিল যে ও এখন ইহজীবনের লোভ লালসা, তুচ্ছ টাকাকড়ির আকর্ষণের ঊর্ধ্বে, লোকান্তরে যেতে বদ্ধ পরিকর ----।

"ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মিসেস সায়ালের বাড়ি উপস্থিত হলাম। ভদ্রমহিলা সব শুনে বিহ্বল মুখে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন।

মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা'র মত এই নতুন দুর্যোগের ধকল সইবার মানসিক স্থিতি তাঁর ছিল না।

খানিক পর প্রথম ধাক্কার ঘোরটা কাটলে, মিন মিন করে বললেন, 'কি বললে? মন্দাকিনি? কি হয়েছে তার?'

'গলায় দড়ি দিয়েছে। আত্মহত্যা করে জ্বালা জুড়িয়েছে। ওর স্বামী হয় বিয়ে করেছে নয় খুন হয়েছে - সঠিক জানি না কোনটা।'

"মিসেস সায়াল চমকে উঠলেন, 'দড়ি? ও হ্যাঁ, অফিস ঘরের আলমারিতে ছিল বটে কিছু মজবুত প্যারাসুটের দড়ি। গত বছর রতলাম থেকে সেলে কিনেছিলাম সস্তায়। দুপুরে আলমারি থেকে টাকা বার করতে গিয়ে দড়ির বাণ্ডিলটা আর দেখতে পাইনি। মন্দাকিনিই তাহলে নিয়েছিল ওটা। দুপুর বারোটা পৌনে বারোটা নাগাদ ও এসেছিল বটে আমার কাছে। বললো, ফেবিকল ফুরিয়ে গেছে, নতুন একটা টিউব চাই। আমি তখন ক্লাস ফাইভে জিওগ্রাফি পড়াচ্ছি। ওকে চাবির গোছা দিয়ে বললাম বার করে নিতে। চাবি নিয়ে চলে গেল ও। কয়েক মিনিট পরে আবার ফের ৎদিয়ে গেল চাবির গোছা। ওর হাতে একটা ফেভিকলের টিউব ছিল - পরিষ্কার মনে পড়ছে আমার। এর কিছুক্ষণ পরেই ছুটির ঘন্টা বাজলো।'

বললাম, 'আলমারি খুলে দড়ির বাণ্ডিলটা দেখেই ওর হঠাৎ গলায় দড়ি দেবার কথা মনে হ'ল। নইলে এখন এ অবস্থায় মরার কথা তো ছিল না। বাচ্চাটা ভূমিষ্ঠ না হওয়া অবধি ও বেঁচে থাকবেই, বরাবর সেরকমই তো শুনে এসেছি আমরা এ যাবৎ।'

মিসেস সায়াল চোখ মুছে বললেন, 'ভবিতব্য ছাড়া আর কিছু নয়। নিয়তির উপর কারো হাত নেই। আলমারিটা তাহলে মন্দাকিনিই খুলে রেখে গেছিল। দড়ির বাণ্ডিল দেখার পর ওর আর মাথার ঠিক ছিল না। আলমারি বন্ধ করার কথা বেমালুম ভুলে গেল। ওরকম মনের অবস্থায় এটা কিছু বিচিত্র নয়। ওর কাছে তখন এসব তুচ্ছ ভাবনা-চিন্তা, সাবধান-সতর্কতা সম্পূর্ণ নিরর্থক। ---- আশ্চর্য, ঘটনাটা একদম আমার মন থেকে উবে গিয়েছিল। অবাক হয়ে ভাবছিলাম এমন নিখুঁতভাবে স্টীলের আলমারিটা চোরে খুললো কি করে অত অল্প সময়ের মধ্যে। আসলে কোনও মেহনতই করতে হয়নি ওদের। টান মারতেই খুলে গেছে। আর টাকাগুলো বার করে নিয়ে পগার পার হয়েছে ওরা ----।'

"সিকিউরিটির লোকজন নিয়ে মিসেস সায়াল আমার সঙ্গে এলেন। আমি তখন অনুশোচনায় জর্জর। দুপুরে মন্দাকিনি যখন স্কুল থেকে ফিরলো ওর নিত্যসঙ্গী ক্যানভাস-ব্যাগটা বেশ ভরাট, গোলগাল দেখাচ্ছিল। লক্ষ্য করলেও তা নিয়ে মাথা ঘামাইনি। হয়তো আসন্ন অর্থপ্রাপ্তির আমেজে মশগুল হয়েছিলাম। আহা, তখন একবার যদি উঁকি দিয়ে থলির অভ্যন্তরে খুনি দড়িগাছা দেখতাম তবে একটা প্রাণ অকালে এভাবে নষ্ট হ'ত না। একটা প্রাণ? এক জোড়া। মন্দাকিনির গর্ভস্থ সন্তানটাও চলে গেল আমার গাফিলতির মাশুল দিতে। শুধু কি তাই? এই খবর শুনে মন্দাকিনির স্নেহাতুর বাবা-মা কি আর প্রাণ রাখবে? নির্ঘাত হার্টফেল করবে তারা। আর মন্দাকিনির মাসিরা? তারাও তো মন্দাকিনিকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে। মন্দাকিনি নিশ্চয় তাদেরও মা বলেই ডেকে এসেছে এতকাল। সৎমারাও তো মা। সেই সঙ্গে এরা আবার মাসিও। হায় হায়, অতগুলো মানুষের প্রাণহানির জন্যে প্রকারান্তে দায়ী থাকবো আজীবন। উঃ, কি ভুল! কি মারাত্মক ভুল!

"সিকিউরিটির লোকগুলো আরেক দফা দড়াদ্দম দরজা পিটে ছুতোর মিস্ত্রির খোঁজে লোক পাঠালো। বাকিরা ঘুরে ঘুরে বাড়ির চারিদিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে লাগলো ভারিক্কি চালে।

"এ ব্লকটায় মোট চারখানা ফ্ল্যাট। বাকি তিনখানা ফ্ল্যাট এখন সাময়িক ভাবে খালি। আমাদের ফ্ল্যাটটা উপর তলায়। বাড়ির পিছনে পোড়ো জমি। তারপরই মাঠ পেরিয়ে রেললাইন।

'ওটা কি?'

রান্নাঘরের জানলা থেকে একটা লম্বা দড়ি ঝুলছে একেবারে মাটি বরাবর। রান্নাঘরের শিকেয় কষে বাঁধা দড়িটা।

'এ তো সেই প্যারাসুটের দড়ি। অফিসের আলমারিতে ছিল।' মিসেস সায়াল আর্তনাদ করে উঠলেন। 'ওর বডিটা কোথায়?'

তাই তো, গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করলে দেহটা তো দড়ির সঙ্গেই থাকে গলবদ্ধ হয়ে, মন্দাকিনির দেহ কোথায় উধাও হ'ল? কেউ নিয়ে টিয়ে গেল না তো? কিন্তু গলায় দড়িই যদি দেবে তাহ'লে ঘরের মধ্যে না দিয়ে রান্নাঘরের জানলার জাল কেটে জানলা গলিয়ে বাইরে ঝুলতে যাবে কেন অত মেহনৎ করে?

"ছুতোর মিস্ত্রি যন্ত্রপাতি নিয়ে এসে পড়লো। অবিলম্বে দরজার কলকব্জা সরিয়ে দরজা খুলে ফেললো অবলীলাক্রমে। ছোট ছোট দু'খানা ঘর, এক চিল্তে রান্নাঘর, অতি ক্ষুদ্র বাথরুম ও টয়লেট। দু মিনিট তন্ন তন্ন করে দৃষ্টি চালিয়ে বোঝা গেল জীবিত বা মৃত, মন্দাকিনি এখানে নেই। সেই সঙ্গে ওর স্যুটকেস-বিছানা, আমার যাবতীয় বাসন-কোসন, জামা-কাপড় সবকিছু অদৃশ্য হয়ে গেছে। টাকা পয়সা তো গেছেই। পুরোনো কাগজপত্তর ও কয়েকটা খালি টিন ছাড়া কোনও পিছুটান রেখে যায়নি মন্দাকিনি। এমন কি আমার অক্সফোর্ড ডিক্সনারিখানাও নিয়ে গেছে সে।

"সিকিউরিটির লোকগুলো এক নাগাড়ে কথা বলে চলেছে ---- জিনিষপত্রগুলো জানলা দিয়ে দড়িতে বেঁধে নামানো হয়েছিল। মাটিতে পরিষ্কার দাগ রয়েছে। মন্দাকিনির পায়ের দাগ। ওই দড়ি বেয়েই নেমেছে মন্দাকিনি। তারপর মেঠো পথ ধরে রেললাইনের ধারে গিয়ে ট্রেনে উঠেছে। প্যাসেঞ্জার ট্রেনটা আজও বিকেল অবধি মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল সবুজ সংকেতের প্রতীক্ষায়। প্রায় দিনই যেমন দাঁড়ায়।

"সিকিউরিটি গার্ডের হাতে একটা হালকা বালিসের মত জিনিষ ।

'এটা কি বলুন তো?'

লোকটার প্রশ্ন শুনে মিসেস সায়াল বালিসটা হাতে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখলেন। মহিলার দু'গালে হালকা আবিরের আভা।

ফিস্ ফিস্ করে আমার উদ্দেশে বললেন, 'বুঝলেন তো? এটা হ'ল গিয়ে মন্দাকিনির গর্ভ, গত ছ'মাস ধরে যার দরুন আপনাদের ঘাড়ে বসে দিব্যি ভালমন্দ খেয়েছে। আবার ঘটা করে সাধ দিয়েছিলেন আপনারা। চাঁদা তুলে রতলাম থেকে চান্দেরি শাড়ি আনিয়ে ছিলেন।'

গার্ড পান ছোপানো দাঁত বার করে হাসতে হাসতে বললো, 'যাবার সময় ফেলে দিয়ে গেছে। কেল্লা ফতে করে।'

"আমি নিঃশব্দে হাঁটুর উপর মাথা রেখে চোখ বুজলাম। মিসেস সায়াল নরম গলায় শুধোলেন, 'জল খাবেন? একটু জল?' "